বিশ্বজিতের বিশ্বজয় অথবা বিশ্বায়ন!

জসিম মল্লিক

১.

বিশ্বজিত সাহাকে দেখলে মনে হয়না তিনি এত তড়িতকর্মা একজন মানুষ। তার কর্মতৎপরতার পথম প্রমাণ পাই ২০০৫ সালে। সে বছর তিনি বিশ্বব্যাপী গণজরিপে শ্রেষ্ঠ জীবিত ১০ বাঙালি নির্বাচন করেছিলেন এবং সম্মাননা প্রদান করেছিলেন। সেটা ছিল মুক্তধারা নিউইয়র্কের ১৫ বছর পূর্তি। যদ্দুর জানি বিশ্বজিত সাহা ১৯৯১ সালে আমেরিকা প্রবাসী হন এবং তার পরের বছরই জাতিসংঘের সামনে মুক্তধারার গোড়াপত্তনের মাধ্যমে বই মেলা শুরু করেন। ২০০৫ সালের সেই উদ্যোগ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। যাদের তিনি অতিথি করে টিকিট দিয়ে আমেরিকা নিয়ে এসেছিলেন তারাও তার সমালোচনা করতে ছড়েননি। এমনকি নিউইয়র্কের পত্রিকাগুলো পর্যন্ত তাকে তুলো ধুনো করেছে। বিশ্বজিত সাহা ভালো করেই জানেন কিছু একটা করতে গেলে সমালোচনা শুনতেই হবে। যারা কিছু করতে পারে না তারাই সমালোচনা করে। আর বাঙ্গালির স্বভাবই হচ্ছে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা। কিন্তু তিনি দমবার পাত্র নন। তাকে নিয়ে অনেক কথা হয়। কিন্তু সাদাসিদা বিশ্বজিত এসবে কর্ণপাত করেন বলে মনে হয়না। আমার ধারণা এসব তিনি উপভোগ করেন। আর যাকে নিয়ে কথা হয়না সেতো মরা লাশের সমান। বিশ্বজিত তার কাজ করে যাচ্ছেন। তাকে নিয়ে পিছনে যে যত কথাই বলুক কিন্তু তার বিনয়ের সামনে সবাই মথানত করে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

২.

আমি কানাডা প্রবাসী হই ২০০৩ সালে। ম্যানহাটন সেন্টারে ২০০৫-এর সেই প্রোগ্রামে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এরপর ২০০৮ সালে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আর্ন্তজাতিক বাংলা উৎসব করে আবার হইচই ফেলে দেয়। ২৭-২৯ জুন তিনদিনব্যাপী সেই অনুষ্ঠানেও আমি গিয়েছিলাম। সেটা ছিল আমেরিকায় বাংলা বইমেলার ১৭ বছর পূর্তি। ১৯৯১ থেকে ২০০৫ এই দীর্ঘ সময়গুলোতে মুক্তধারা নিউইয়র্ক নিয়মিতই বই মেলা করেছে বলে শুনেছি।

বিশ্বজিত সাহা আমাকে বলেছেন এবছরের স্মারকগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের বিশ্বায়ন। বিষয়টা আমার কাছে বেশ কঠিন। এ নিয়ে আমি অনেকদিন গড়িমসি করে কাটিয়েছি। একেবারে শেষমুহূর্তে এ লেখাটি পাঠানো হয়েছে। আমি জানি এ বিষয়ে লেখার অনেক পন্ডিত

ব্যক্তিরা রয়েছেন। তাই বংলাসাহিত্যের বিশ্বায়ন নিয়ে লেখার চেয়েও বিশ্বজিতের বিশ্বজয় বা বিশ্বায়ন আমার বেশী মনোযোগ কেড়েছে। সেজন্যেই লেখার শিরোনামটা একটু ভিন্ন।

বিশ্বজিত কিভাবে বিশ্বজয় করলেন সেটা একটু খুলে বলা যাক। বিশ্বজিতকে সারা দুনিয়ার বাঙ্গালিরা প্রথম চিনতে পারে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি নির্বাচনের সময় গন জরীপের কারণে। আমার কাছেও অনেকে জানতে চায় এই লোকটা কে? লোকটার সাহসতো কম না? এতবড় একটা কাজ সে একাই করবে? সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে ঠিকই তার কাজ করেছে। আমি তখন নিউইয়র্কে গেলাম সত্যি সত্যি সে কি করছে তা দেখার জন্য। এরপর ২০০৮ সালের আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসবে যোগ দিয়ে দেখলাম নিউইয়র্কেও বাঙ্গালিদের মধ্যে মহা উৎসাহ উদ্দীপনা এই উৎসব নিয়ে। তিনদিন ব্যাপী এই উৎসব যথেষ্ট সারা ফেলেছিলো। আমার দেখা গত দুটি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তার সম্পাদিত যে স্মারক গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়েছে তার মান অতি অসাধারণ। বিদেশে বসেও বই মেলাকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন পুরো উত্তর আমেরিকায়। কখনও ডালাস, কখনো ক্যালিফোর্নিয়া, কখনও বা ওয়াশিংটন। মুক্তধারার দেখাদেখি টরন্টোও শুরু করে বই মেলা। সেখানেও উপস্থিত হন বিশ্বজিত তার স্টল নিয়ে। তাহলে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে বাংলাসাহিত্যের বিশ্বায়নে বিশ্বজিত বা মুক্তধারার বিরাট ভূমিকা রয়েছে! আমার কথায় কারো ভুরু কুচকে গেলেও ইতিহাস একদিন বিশ্বজিতের ভুমিকার কথা স্বীকার করবে।

৩.

প্রিয় লেখক হাসান ফেরদৌস একবার লিখেছিলেন, 'বইমেলা এই শহরে না হলে হবে আর কোথায়? ..বইমেলা মানে আসলে নিজেকে বাঙালি আবিষ্কারের একটা চেষ্টা। ভাষাকে ঘিরে বাঙালির আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টা আজকের নয়, সেই বায়ান্ন থেকে। বিদেশে উন্মুল বাঙালিও ভাষাকে আশ্রয় করেছে নিজেদের অহংকারকে ঘোষনা করতে। পৃথিবীর অন্য আর কোন জাতি নেই যে নিজের ভাষা-ভিত্তিক সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজের আত্মপরিচয় এত উচ্চকণ্ঠে ঘোষনা করে। হতে পারে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়া আত্মশাঘার আর খুব বেশি কিছু তার নেই..'

সারা পৃথিবীতে এখন প্রায় এক কোটির মত বাঙালি বাস করছে। দুই বাংলা মিলে এই সংখ্যা আরও বেশি হবে। ভাষা চর্চার ব্যাপারটি সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষা পৃথিবীর ৫ম বৃহত্তম ভাষা। পৃথিবী থেকে অনেক ভাষারই বিলুপ্তি ঘটেছে। আরো বিলুপ্তি ঘটবে এটা নিসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু বাংলা ভাষা কোনোদিন হারিয়ে যাবে না। ভাষা আছে বলেই বাংলা সাহিত্যের বিশ্বায়ন ঘটেছে। এখন আর ভৌগলিক সীমার মধ্যে কোনোকিছু বন্দী নেই। অনেক নাম করা সাহিত্যিকরা এখন ছড়িয়ে পড়েছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে। তারা তাদের অবদান রেখে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরে

আর কেউ সেভাবে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে না পারলেও নিজের জাতি গোষ্ঠির মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যথেষ্ঠ প্রতিযোগিতা আছে। এবং তা অতি উচ্চ মানের। যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।

প্রবাসের কঠিন জীবনের মধ্যে বাস করেও অনেকে মূল স্রোতের সাথে একাত্ম হতে পেরেছেন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্য সর্বত্রই প্রচেষ্টাটা চলছে। মানের দিক থেকে বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সাহিত্যিকদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমেরিকা, কানাডা বা লন্ডনে যতজন কবি সাহিত্যিক বা সাংবাদিক আছেন তার তালিকা অনেক দীর্ঘ। যাদের অনেকেই মূল ধারার লেখক সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক।

(মুক্তধারা ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব ও বইমেলা ২০০৯ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে লেখাটি প্রকাশিত হয়)

jasim.mallik@gmail.com

Toronto